পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ)

আকবর যখন সিংহাসনে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন , তখন চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তবে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতে মুঘল - শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এমনই বিচিত্র গতি যে , আকবরকে সে পানিপথের প্রান্তরে দ্বিতীয়বার লড়াই করে প্রথম পানিপথের অর্জিত রাজ্যকে রক্ষা করতে হয়েছিল। এই সকল শক্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক বিপজ্জনক ছিল আফগানদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। দিল্লীর সিংহাসনে তাদের একটা বৈধ অধিকার ছিলই। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বা আফগানদের পরাজিত করে দিল্লীতে যে কর্তৃত্ব কায়েম করেছিলেন , আফগানরা তাকে বেআইনী কাজ বলেই মনে করত। কিশোর সম্রাটের বিচক্ষণ অভিভাবক বৈরাম খানও আফগানদের এই দাবির বৈধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই হুমায়ুনের মৃত্যু - সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দিল্লীর বাইরে আকবরের অভিষেক - ক্রিয়া সম্পন্ন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং তা আফগানদের বিরুদ্ধেই। প্রথমে তিনি সিকন্দার শূরকেই বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন। তাই কালানুর থেকে আকবরসহ সসৈন্যে দাহমিরি (বর্তমান কাংড়া জেলার অন্তর্গত নুরপুর) এসে পৌঁছান এবং সিকন্দারের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এখানেই অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন যে , শিরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত সিকন্দার শূর বর্তমানে 'কাগুজে বাঘ ' ছাড়া কিছু নয়। তিনি এও বুঝতে পারেন যে , মুঘলের প্রকৃত বিপদ রাজ্যচ্যুত আদিল শাহ'র উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উদ্যোগী মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হিমু।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে স্বনামধন্য হিন্দুদের মধ্যে হিমু অবশ্যই ছিলেন অন্যতম। ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অধ্যবসায় দ্বারা তিনি সামান্য দোকানদার থেকে আদিল শাহ'র প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিপদে উন্নীত হয়েছিলেন। আফগান - সর্দারদের ওপর হিমুর প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল যথেষ্ট। আদিল শাহ বা আফগান অভিজাতরা এই কর্মোদ্যোগী ও বিচক্ষণ হিন্দুর আধিপত্য বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। আফগানদের হয়ে লড়াই করলেও হিমুর লক্ষ্য ছিল দিল্লীতে হিন্দু - সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অধ্যাপক আর . কে . মুখার্জী লিখেছেন : “ Nominally acting on behalf of Adil Shah Himu really aspired to curving out a Hindu Kingdom on the ruins of Muslim Power " প্রায় বাইশটি সফল যুদ্ধের নায়ক এই হিন্দুবীরের সাহসিকতা ও উদ্যোগের প্রশংসা আবুল ফজলও করেছেন। ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায় : “ among Akbar's opponents throughtod Hindustan there was none who could excell him in valour , enterprise and courage'.

হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু এবং আকবরের পাঞ্জাবে অবস্থানের ফলে দিল্লীতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় , তার সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেননি হিমু। চুনার দুর্গে অবস্থানরত আদিল শাহের অনুমতিক্রমে বিশাল বাহিনী - সহ হিমু আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। আগ্রার গভর্নর ইস্কন্দার খানকে পরাজিত করে হিমু আগ্রা দখল করে নেন খুব সহজেই। ইস্কান্দার দিল্লিতে

পালিয়ে যান। এবার হিমু অগ্রসর হন দিল্লি দিকে। দিল্লির গভর্নর তার্দিবেগ হিমুকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তুঘলকাবাদ এর যুদ্ধে মুঘলরা পরাজিত হয় । তার্দিবেগ পাঞ্জাবে আকবরের শিবিরে পালিয়ে যান।দিল্লীও হিমুর হস্তগত হয় । আগ্রা - দিল্লীর অধিকার পেয়ে হিমু তার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করতে উদ্যত হন । তিনি নিজে ' রাজা বিক্রমাদিত্য ' উপাধি নেন এবং তাকে ' হিমু শাহ ' বলে সম্বধন করার জন্য আফগান সৈন্যদের নির্দেশ দেন । সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষে মুঘলদের অস্তিত্ব শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না । বাবর ও হুমায়ুনের প্রতিষ্ঠিত ভারত - সাম্রাজ্য তখন আকবরের সামনে একটা অতীত স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয় ।

মুঘলদের উপর্যুপরি পরাজয় এবং দিল্লী ও আগ্রা হিমুর দখলে চলে যাওয়ার ঘটনায় অধিকাংশ মুঘল অভিজাত ভীত ও হতাশ হয়ে পড়েন এবং ভারতবর্ষের মায়া ত্যাগ করে আকবরকে কাবুলে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন । কিন্তু এবারেও বৈরাম খান প্রকৃত নেতার মত আকবরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।বাবর - হুমায়ুনের রাজ্য ছেড়ে চোরের মত পালিয়ে যেতে তিনি অস্বীকার করেন । কিশোর - আকবরও বৈরামের সিদ্ধান্তে সায় দেন এবং লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হন । তারা দিল্লী পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে রওনা হয়ে সিরহিন্দে উপস্থিত হন । এখানেই তাদের সাথে আশ্রয়চ্যুত গভর্নরদের সাক্ষাৎ ঘটে । এখানেই বৈরাম খাঁর নির্দেশে দিল্লীর ব্যর্থ নায়ক তার্দিবেগকে হত্যা করা হয় । বৈরামের এই কাজে আকবরের সম্মতি ছিল বলে অনুমান করা হয় । আবুল ফজল মনে করেন , বৈরামের এই কাজ যথোচিত হয়নি । কারণ তার্দিবেগ বিশ্বাসঘাতকতা করেননি , যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন মাত্র । একজন পরাজিত সৈনিকের পুরস্কার বা শাস্তি মৃত্যু হতে পারে না । আকবরের সম্পর্কে তার অভিমত হল , সেই মুহূর্তে আকবর ছিলেন বৈরামের হাতের পুতুল মাত্র । তাই তার মতামত মূল্যহীন জেনে তিনি নীরব ছিলেন । ম্যালেসন (Malleson) এবং ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখও তার্দিবেগের হত্যাকাণ্ডকে নৃশংসতা বলে মনে করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন : " The manner is which Bairam brought about the murder admits of no palliation even on the ground that the interest of the state demanded the crime " , কিন্তু ফিরিস্তা এবং স্মিথ প্রমুখ বৈরামের কঠোর সিদ্ধান্তটিকে সঠিক বলে মনে করেন । এঁরা মনে করেন , এই একটি হত্যাকাণ্ড দ্বারা বৈরাম চাঘতাই তুর্কী - অভিজাতদের স্বাধীনতাস্পৃহা ধ্বংস করেছিলেন এবং আকবরের কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করেছিলেন । স্মিথ মনে করেন , শাস্তিদানের পদ্ধতি সঠিক না হলেও , সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল । অন্যথায় আকবরকে হয়ত তার সিংহাসন ও জীবন — দুইই হারাতে হত । তিনি লিখেছেনঃ " The punishment althougli inflicted in an irregular fashion ... was necessary and consequently just ... failure to punish the dereliction of Tardi Beg from his duty would have cost Akbar both his arone and life . " অনেকের মতে , সুন্নী তার্দিবেগের প্রতি সিয়া বৈরাম খাঁর ধর্মীয় বিদ্বেষ ছিল । দিল্লীর পতন ছিল অজুহাত মাত্র । এই অজুহাতে তিনি তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেন । সম্ভবত বৈরামের এই কাজটি পরবর্তীকালে তার পদচ্যুতির একটি কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

যাইহোক দিল্লির পতন হলে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে যায় । বৈরাম খাঁ উপলব্ধি করেন যে , পাঞ্জাবে সিকান্দর শূরের বিরুদ্ধে কালক্ষয় না করে অবিলম্বে দিল্লি উদ্ধার করা দরকার। দিল্লির পতনের ফলে দিল্লি পুনরুদ্ধার করাকেই বৈরাম খান

আপাতত প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন। তার নেতৃত্বে মোগল বাহিনী দিল্লি উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলে পানিপথের প্রান্তরে হিমু তাদের গতিরোধ করেন।

ইতিমধ্যে আকবরের সেনাপতি আলিকুলি খান অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা হিমুর অরক্ষিত কামানগুলিকে অধিকার করে নিলে হিমুর বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। হিমু তাতে না দমে, ৫ ই নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রিঃ পানিপথের প্রান্তরে মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হন এবং প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালান। দুর্ভাগ্যক্রমে হিমুর একটি চোখ মোগল সেনার ছোঁড়া তীরে বিদ্ধ হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই সময় নেতার অভাবে আফগান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হিমু বন্দী অবস্থায় আকবরের শিবিরে আনীত হলে বৈরাম খাঁ নিজ হাতে তার মাথা কেটে ফেলেন।

দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব কম ছিল না। প্রথম পানিপথের যুদ্ধের দ্বারা (১৫২৬ খ্রিঃ) যে ' মোগল - আফগান সংঘাতের সূচনা হয় এবং আফগান শক্তির বিরুদ্ধে মোগলদের প্রথম জয় সূচিত হয়, দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে এই সংঘাতের পরিসমাপ্তি সূচিত করে। মোগলের হৃতগৌরব দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।এরপর আফগান শক্তির স্থানীয় বাধা দমন করা আকবরের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর আর আফগান শক্তি দিল্লির সিংহাসন লাভের কোন উদ্যোগ নিতে পারে নি। দ্বিতীয় পানিপথের বিজয়ের ফলে ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি মোগলদের দখলে চলে আসে। মোগল শক্তি স্থায়ীভাবে রাজধানী দিল্লি দখল করে তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে। এরপর থেকে মোগলকে বৈদেশিক আক্রমণকারী ভাবা সম্ভব ছিল না। এই যুদ্ধ জয়ের পর আগ্রা - দিল্লি আকবরের অধিকারে আসে। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি শুরু হয়।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) মুঘলদের প্রধান শত্রু কে বা কারা ছিলেন ? তাদের আক্রমণ সম্পর্কে লেখ।
2) মুঘলদের কে আক্রমণে হিমুর প্রকৃত লক্ষ্য কী ছিল ?
3) বৈরাম খাঁ কে ছিলেন ?
4) দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ কবে কার সাথে সংঘটিত হয়েছিল ?
5) এই যুদ্ধের গুরুত্ব কী ছিল ?